যুগান্তর

তারিখ ... 28 FEB 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৪ ...

ইবিতে চাকরি প্রত্যাশী সাবেক ছাত্রলীগ নেতাদের তাণ্ডব

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ফের তাণ্ডব চালিয়েছে চাকরি প্রত্যাশী ছাত্রলীগের সাবেক নেতাকর্মীরা। শনিবার বেলা দুইটার দিকে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে তালা লাগিয়ে বিক্ষোভ করতে থাকে। এক পর্যায় বেলা সোয়া তিনটার দিকে অনুষদ ভবন এবং ব্যবসায় প্রশাসন ভবনে প্রবেশ করে সান্ধ্যকালীন কোর্সের শিক্ষার্থীদের ধাওয়া দিয়ে পরীক্ষার হল থেকে বের করে দেয়। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফটকে তালা দিয়ে পরিবহন চলাচলও বন্ধ রাখে। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা।

প্রত্যক্ষদর্শী ও ক্যাম্পাস সূত্রে জানা গেছে, শনিবার বেলা ১টার দিকে চাকরি প্রত্যাশী ছাত্রলীগের সাবেক নেতা মাহবুব হোসেন, শফিকুল ইসলাম, আনিসুজ্জামান লিটনসহ ছাত্রলীগের বর্তমান কমিটির সভাপতি সাইফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক

তাণ্ডব : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

তাণ্ডব : ইবিতে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

অমিত কুমার দাস, সহ-সভাপতি মিজানুর রহমান মিজু বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। এতে উপস্থিত ছিলেন ভিসি প্রফেসর ড. আবদুল হাকিম সরকার, প্রো-ভিসি প্রফেসর ড. শাহিনুর রহমান, প্রক্টর প্রফেসর ড. মাহবুবুর রহমান। আলোচনায় চাকরির বিষয়টি নিশ্চিত না হওয়ায় চাকরি প্রত্যাশীরা দুপুর দুইটার দিকে ক্যাম্পাসের প্রধান ফটকে তালা লাগিয়ে বিক্ষোভ করতে থাকেন। একপর্যায় বেলা আড়াইটার দিকে চাকরি প্রত্যাশী রাসেল জোয়ার্দ্দার, তৌফিকুর রহমান হিটলার, কাশেম মাহমুদ, মিজানুর রহমান টিটু, শফিকুল ইসলাম, ইলিয়াস জোয়ার্দ্দারসহ ২৫-৩০ বহিরাগত ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে টানানো সান্ধ্যকালীন কোর্সের ব্যানার ছিঁড়ে প্রধান ফটকে আগুন দেয়। এ সময় ক্যাম্পাসে ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বেলা তিনটার দিকে ওই গ্রুপটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবিক ও সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ এবং ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদে প্রবেশ করে বিভিন্ন বিভাগের সন্ধ্যাকালীন কোর্সের শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার হল থেকে বের করে দেয়। এ সময় শিক্ষকদেরও তারা লাঞ্ছিত করে। এদিকে প্রধান ফটক বন্ধ থাকায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের বহনকারী কোনো বাস শহরের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যেতে না পারায় চরম দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন তারা। ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. আবু সিনা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের মাজাও নেই মাথাও নেই। তা যদি থাকতও তাহলে বহিরাগত ক্যাডাররা এসে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার হল থেকে বের করে দিতে পারত না। প্রক্টর প্রফেসর ড. মাহবুবুর রহমান বলেন, এ ধরনের কোনো বিষয় আমাকে কেউ অবহিত করেনি। এ বিষয়ে ভিসি প্রফেসর ড. আবদুল হাকিম সরকার বলেন, চাকরির বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এটা প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত কোনো কিছুই করা সম্ভব হবে না। প্রসঙ্গত, এর আগেও চাকরি দাবিতে ক্যাম্পাসে আন্দোলন করেছে ছাত্রলীগ।